Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

আফসার আমেদের কিসসা সিরিজ : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীত্বের এক অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ

মামনি মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: mamanimondal119@gmail.com

Keyword
পুরুষতান্ত্রিক, আফসারের কিসসা, একুশ শতক, তালাক, বোরখা

Abstract
আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে নারীর সমানাধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে নানারকম আলোচনা, ভাষণ, অঙ্গীকার হলেও হাতে গোনা কয়েকজনের কথা বাদ দিলে আপামর নারীর অবস্থান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। সমাজ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাচীন ভারতের মনুর নিষেধাজ্ঞা বা উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়ো সামাজিক আদর্শ সযত্নে লালন করে চলেছে নতুন নতুন রাংতায় মুড়ে। যুগ যুগ ধরে স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টায় চলেছে নারী নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ঐতিহ্য, আচার আচরণ, সামাজিক রীতি নীতি, ধর্ম, সংস্কার, আইন, বিবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক কাঠামোর বেড়াজালে আবদ্ধ মেয়েরা। আধুনিক সমাজের মেয়েরা শিক্ষিত হলেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করলেও প্রতিনিয়ত তাদের কে দমন করে চলেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখরাঙানি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীর যে প্রতিবাদ বা অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ তাকেই খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিগত শতকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার আফসার আমেদ। কোরানশাসিত, মোল্লাশাসিত, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান এবং এই শাসনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ এবং বিস্ফোরণের ছবি আমরা দেখতে পায় তাঁর কিসসা সিরিজের কিসসা গুলিতে। তাঁর কিসসা সিরিজের নায়িকারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখরাঙানিকে নসাৎ করে, সমাজ সংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে ব্যক্ত করতে চেয়েছে নিজেকে। বোরখার অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতিবাদী সংগ্রামী রূপ, মনের ভিতরতন্ত্রীতে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলা অদম্য কামনা বাসনার লীলা। সমাজ সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নারী স্বাধীনতার একরকম পাল্টা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন আফসার তাঁর কিসসার অন্দরমহলে বলা ভালো নারীর অন্দরমহলে।

আফসারের কিসসা সমগ্রের প্রতিটি কিসসার কেন্দ্রে আছে এক একটি মেয়ে। ধর্মশাসিত, কোরানশাসিত, পুরুষশাসিত সমাজের অচলায়তনে আবদ্ধ জাহান, শাবানা, শাহানাজের কথা যেমন লেখক বলেছেন, তেমনি অপরদিকে, রওশনেশার বুদ্ধিমত্তা, বোরখার অন্তরালে রেহানার চরম স্বাধীনতার কথা, স্বাধীন মৈথুন কল্পনার কথাও বলেছেন। কামার্ত – লোভার্ত নানা ধরণের পুরুষদের রেহানার পশ্চাৎ অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেওকুফিকেও ব্যক্ত করেছেন লেখক। প্রকাশিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে রেহানার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। ভিখারিনি রিজি

ও মজমুনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন অভিনব নারীকে। ভিখারিনি রিজি অনায়াসে দলে গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিত্তবান পুরুষ সাহিলকে, ধূলিসাৎ করেছে তার দাম্ভিকতাকে। আর মজমুন পুরুষতন্ত্রকে হঠিয়ে গড়ে তুলেছে এক অভিনব নারীতন্ত্র ও নারী অনুশাসন।

ভূমিকা : আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে মেয়ের জন্ম মানেই পরিবারের ভয় ও নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা। মেয়ে মানেই দুর্বল, তাই সে শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি দশাতেই কোনো না কোনো পুরুষের উপর নির্ভরশীল। সমাজ নিজের প্রয়োজনে ছোট খাটো পরিবর্তন এনে মেয়েদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিলেও মূল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আসে নি। নারীর সমানাধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে নানারকম আলোচনা, ভাষণ, অঙ্গীকার হলেও হাতে গোনা কয়েকজনের কথা বাদ দিলে আপামর নারীর অবস্থান যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। সমাজ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাচীন ভারতের মনুর নিষেধাজ্ঞা বা উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়ো সামাজিক আদর্শ সযত্নে লালন করে চলেছে নতুন নতুন রাংতায় মুড়ে। যুগ যুগ ধরে স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টায় চলেছে নারী নিয়ন্ত্রণ। প্রচলিত ঐতিহ্য, আচার আচরণ, সামাজিক রীতি নীতি, ধর্ম, সংস্কার, আইন, বিবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক কাঠামোর বেড়াজালে আবদ্ধ মেয়েরা। আধুনিক সমাজের মেয়েরা শিক্ষিত হলেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করলেও প্রতিনিয়ত তাদের কে দমন করে চলেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখরাঙানি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীর যে প্রতিবাদ বা অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ তাকেই খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিগত শতকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার আফসার আমেদ।

বাঙালি মুসলিম জনমানস নিয়ে কলম ধরেছিলেন যে কয়েকজন কথাসাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আফসার আমেদ। কোরানশাসিত, মোল্লাশাসিত, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান এবং এই শাসনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ এবং বিস্ফোরণের ছবি আমরা দেখতে পায় তাঁর কিসসা সিরিজের কিসসা গুলিতে। তাঁর কিসসা সিরিজের নায়িকারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখরাঙানিকে নসাৎ করে, সমাজ সংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে ব্যক্ত করতে চেয়েছে নিজেকে। বোরখার অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতিবাদী সংগ্রামী রূপ, মনের ভিতরতন্ত্রীতে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলা অদম্য কামনা বাসনার লীলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় বলেছিলেন –

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?"[১]

কিসসা সিরিজের নায়িকারা সমাজ সংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে আপন ভাগ্যজয়ের অধিকারকই বুঝে নিতে চেয়েছে। সমাজ সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নারী স্বাধীনতার একরকম পাল্টা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন আফসার তাঁর কিসসার অন্দরমহলে বলা ভালো নারীর অন্দরমহলে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত তালাক আইনের দ্বারা মুসলিম নারী সমাজ কিভাবে হেনস্থার শিকার হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আফসারের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' নামক প্রথম কিসসা টি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপটে গড়ে ওঠা তালাকের বাস্তবতা ও তার নিষ্ঠুর রূপকে সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। কিসসার শুরুতেই আমরা দেখতে পাই– নাসিমের উনিশ বছর বয়সি যুবতী স্ত্রী জাহান পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে পরনের শাড়ি হারিয়ে শুধু সায়া- ব্লাউজ পরে উঠে এসেছিল ডাঙায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন কে ভেঙে দিনের আলোয় অর্ধউন্মুক্ত শরীরে ডাঙায় উঠে আসার অপরাধে স্বামী নাসিম তাকে চড় মারে, 'শুয়োরের বাচ্চি' বলে গালিগালাজ করে। অভিমানে কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহান বাপের বাড়ি চলে গেলে এবং একপক্ষ কাল পরেও ফিরে না আসলে গ্রামে গ্রামে রটে যায় মিথ্যা তালাকের সত্যি কাহিনি। আর তার পর থেকেই তালাকপ্রাপ্তা সুন্দরী জাহানের শরীরকে

অধিকার করবার জন্য লকলক করে ওঠে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বস্তরের পুরুষদের লালসা। ধর্মভীরু ছোটমিঞা নাসিব প্রমান করতে পারে না যে– সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দেয় না, উপরন্তু সমাজ, ধর্ম তাকেই পাগোল সাজিয়ে দেয়। আর অন্যদিকে মুসলিম সমাজের আইন মেনে জাহান অধিকৃত হয় সাম্প্রতিক কালের ধনী ব্যবসায়ী চুড়িওয়ালার। তবে জাহানের এই বিবাহ ও টেকে না। সারারাত জেগে গল্প শোনা আর বাজারে বসে বসে ঘুমোনোর কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হতে থাকলে চুড়িওয়ালাও তালাক দিয়ে দেয় জাহান কে– "তালাক তালাক তালাক বলে দেয়– ওঝা যেমন বিষ ঝাড়ে।"[২]

জাহানের ভাবনায় আসে নারীত্বের অপমানের কথা– "আবার এক পুরুষের সংসারে যেতে হবে তাকে। আবার অন্য এক পুরুষকে ভালবাসতে হবে। তার বিছানার সঙ্গী হতে হবে। পুরুষের চাওয়ার মধ্যে ধরা দেবে শুধু। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা যাচ্ছে না। সে যেন খেলনার মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে তারপর ফেলে দেয়, অন্য একজন আবার খেলে।"[৩] জাহান হস্তগত হয় আবার এক নতুন পুরুষ কানা বেগুনওয়ালার। অপরদিকে জাহানকে নিকা করবার জন্য অষ্টপ্রহর লোভার্ত হয়ে তার পিছনে ঘুরঘুর করে ইমাম। এই ইমাম চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধর্মের ধ্বজাধারী, কামুক, স্বার্থপর, মৌলবি সম্প্রদায়ের ছবিটিকে তুলে ধরেছেন। যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে করে রাখে শুধু ভোগের পণ্য, পুরুষের বিছানার সঙ্গী, যে সমাজে কখনো স্বাধীনতা পায় না নারী, তার যে মন আছে, মতামত আছে– একথাকেই মান্যতা দেয় না যে সমাজ, সেই সমাজে জাহান বেছে নেয় এক অদ্ভুত জীবন। বেগুনবাগানের মধ্যে ধর্ষিত হতে হতে নতুন স্বামী কানা বেগুনওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নেয় দু'ঘন্টা স্বাধীনতার সময়। কানা বেগুনওয়ালাকে মৌলবীর ছদ্মবেশ পড়িয়ে দু'ঘন্টা নিজের থেকে দূরে রেখে ভোগ করতে চায় অনন্ত স্বাধীনতা।

জাহানের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না– কানা বেগুনওয়ালার হাত থেকে সে পরে মৌলবীর খপ্পরে। সারাজীবন সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে– বারবার তার স্বামী বদল হয়। সমাজ ধর্মশাসিত নৈতিকতার বেড়াজালের অন্তরালে গড়ে ওঠে নারী শরীর লোভী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন বাস্তব রূপ। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের খেলার পুতুল জাহানের মানসিক সবল প্রতিরোধ আমরা একবার মাত্রই দেখতে পায় মৌলবির বিবি না হওয়ায় প্রকাশে– "আমি রাজি নই আপনার এ প্রস্তাবে।... আমি আপনার কোনোদিন বিবি হব না, প্রতিজ্ঞা করছি।"[৪] তবে মৌলবি আজামতের হাত থেকে যে জাহান বিবির নিস্তার নেই, তা প্রকাশিত হয় নানির কিসসায়– "নানি জাহানের বুকে ও ঊরুতে নখের আঁচড় দেখাচ্ছে। বাতাসে হাত ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে সেই নখরাঘাতের মুদ্রা তৈরি করছে সে... কিছু জোনাকি ফড়িং আর অন্ধকার রচনা করে নানি। সে অন্ধকারের ভেতর ভীত হয়ে উঠবে জাহান। যে অন্ধকারের ভেতর জাহানকে বাগে পাবে ইমাম।"[৫] কিসসার শেষে বর্নিত অন্ধকার যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই অন্ধকারকই নির্দেশিত করে যে অন্ধকারে ধর্মের মুখোশআটা অধার্মিক ইমাম পেয়ে যাবে জাহানকে। এ প্রসঙ্গে নবারুন ভট্টাচার্য বলেছেন– "নাসিম, চুড়িওয়ালা, কানা বেগুনওয়ালা- হাত বদল হতে হতে সেকেন্ড হ্যান্ড, থার্ড হ্যান্ড, ফোর্থ হ্যান্ড... এই প্রক্রিয়ার কোনো শেষ নেই... এই সময়টা যেহেতু সূর্যাস্তের পরে তাই আঁধার আরও গাঢ় হবে– এর মধ্যে পণ্য হয়ে যাওয়া জাহান আরও কত হাত ঘুরবে তা কে বলতে পারে ? প্রত্যেকটা পুরুষ যেন ঠান্ডা তন্দুরের মতো জ্বলছে। কিসসার পরেও লোহিত তপ্ত তন্দুরের মধ্যে খন্ড খন্ড জাহানকে যেন দেখা যায়। মায়ামন্ডিত কাব্যিক ভাষার মধ্যে এই আখ্যান রয়েছে এক নির্মমতা, এক হাহাকার।"[৬] বলাই বাহুল্য এই হাহাকার – পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর হাহাকার।

ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জাহান তার স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছিল কানা বেগুনওয়ালাকে মৌলবির পোষাক পড়িয়ে, অপরদিকে 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসের নায়িকা রেহানা তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল তার তৃতীয় পাগল স্বামী কালামের কাছে – "আগের দুই স্বামীর ঘর করার পর এই প্রথম বিশ্বাস খুঁজে পেল, স্বাধীনতা হাতিয়ে নিল।"[৭] পূর্ব দুই স্বামীর আচরণে তিতিবিরক্ত হয়ে পাগল কালামের সঙ্গে বিয়ের মধ্যে দিয়ে রেহানা পেয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ। পুরুষতন্ত্রে নিপীড়িত রেহানা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছিল এখানে, কারণ এই পাগল স্বামী তার জীবনাচরণে কোনো হস্তক্ষেপ করে নি, তাইতো পিতা আবিদ আলির চোখেও পড়েছিল

মেয়ের পরিতৃপ্ত মুখের ছবি। অপরদিকে, রেহানা এই পাগল স্বামীর বাড়িতে এসেই দেখা পেয়েছিল তার স্বপ্নের পুরুষ কামনার পুরুষ বদিউরের। সুদর্শন এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও তার কাছ থেকে ফুল নেওয়ার মধ্যে দিয়ে রেহানা খুঁজে পেয়েছিল গোপন প্রনয়ের স্বাদ। কিন্তু হঠাৎ করে কালামের পাগলামি সেরে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে কাহিনির মোড় ঘুরে যায়। বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে স্বামীর দর্জির দোকানে দুপুরের খাবার পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে একদিন হঠাৎ রেহানার মুখের ঘোমটা খুলে যায় – "চুলের খোঁপা, অপরূপ নরম কাঁধ ও পিঠ প্রকাশ হয়ে পড়ল ভোজবাজির মতো। তার মানে অহিত এক ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল রেহানা। এক অবৈধ বেয়াদবি নগ্নতা তৈরি করল সে।"[৮] যদিও এটা এক দুর্ঘটনা, তবুও ভরা বাজারের মধ্যে পর পুরুষের চোখের সামনে বিবির মুখ প্রকাশ হওয়ায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি পুরুষ কালামের পৌরুষে ছ্যাঁকা লাগে।

বিবির মাথার ঘোমটা পড়ে যাওয়ার অন্যায় সহ্য করতে না পেরে কালাম তার দিকে ছুঁড়ে দেয় একটা কালো বোরখা। এই বোরখা, মুক্ত জীবনের আনন্দ অভিলাষী রেহানাকে করে তোলে আরও বেশি পর্দানসীন, রক্ষণশীলতার বেড়াজালে হাঁপিয়ে ওঠে রেহানা। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে এবং বোরখাকে কাজে লাগিয়ে মেতে ওঠে এক নতুন খেলায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খলাশাসনের নির্যাতনে পিষ্ট নারী রেহানা তার খেলার সামগ্রী করে তোলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষদের, অঙ্গে গোপন ফুলের সুরভি ছড়িয়ে কামুক পুরুষদের যৌন লালসাকে উপভোগ করে বোরখার জালি দিয়ে। কালো বোরখার বিবির পিছু নেয় – আধবুড়ো হারুন, রঙমিস্ত্রী তারিক, রিকশাওয়ালা জাবেদ আলি থেকে শুরু করে গ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণকারী নবীন মৌলবী জাকির পর্যন্ত। যে সমাজ নারীকে বোরখায় মুড়ে যৌনস্বাদ মেটানোর নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করে, সেই চিহ্নধারণে বাধ্য রেহানা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বোরখার গোপন সুরঙ্গ পথেই। এ প্রসঙ্গে আফরোজা খাতুন বলেছেন – "রেহানার ওপর বোরখা চাপিয়ে লেখক তাকে অনেক বেশি লোভনীয় করে তুলেছেন পুরুষের যৌন অনুভূতিতে। বোরখাবিহীন নারীর সাবলীলতায় পুরুষ কল্পনার অবকাশ তৈরি করতে পারে না। কিন্তু বোরখার নারী অপ্রকাশের আড়ালে অনেক বেশি আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। কামার্ত পুরুষের সেই আকর্ষণ তৈরি করেই বোরখা প্রথার চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন রেহানা।"[৯] নারীর বিদ্রোহের এক অভিনব দিক প্রদর্শন করেছেন লেখক এই কিসসার মধ্যে দিয়ে। তাইতো নবারুন ভট্টাচার্য বলেছেন – "জাহান রেহানার পরে অন্য কেউ পাখি, ফুল এসবের পর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে হয়তো কোনো মোক্ষম খেলা দেখাবে – এক কুচি জ্যোস্নার ঠান্ডা আগুনের ম্যাজিক দেখিয়ে রেহানা তার আগাম প্রতিশ্রুতি জানিয়ে রেখেছে। রেহানা হল সেই ত্রস্ত, রক্তাক্ত পরমানু যা কোনো মারাত্মক বিভাজনের বিস্ফোরণের সন্ধানী হতে পারে।"[১০]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একাধিক বিবাহ প্রথার নজির স্থাপন করেছেন আফসার কিসসা সিরিজের মধ্যে দিয়ে। পূর্বোক্ত দুটি কিসসায় আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোভার্ত পুরুষের শিকার হওয়া অসহায় পরাধীন নারীর বারবার স্বামী বদলের চিত্র, নারীত্বের অপমানের ছবি দেখতে পায়, কিন্তু 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিসসা'য় এসে আমরা ইসলামের শরিয়ত প্রথা অনুযায়ী পুরুষের একাধিক বিবাহরীতি এবং এই সামাজিক রীতি কিভাবে নারীত্বের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছিল, নারীকে পরিণত করেছিল পুরুষের অধিকারের, ভোগের সামগ্রীতে – তারই ছবি দেখতে পায়।

এই কিসসার নায়িকা গরিবউল্লার বিধবা যুবতী মেয়ে রওশননেশা বাবার সংসারের কাজকর্ম করে, বিছানাশয্যায় পরে থাকা অথর্ব দাদির সেবাযত্ন করে, নামাজ, কলাম, কিতাব পড়ে তিন বছরের বৈধব্যজীবন কাটালেও, তার মনের অভ্যন্তরে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছিল কামনা বাসনার লীলা। আর তার এই জীবনাসক্তিকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল গ্রামের ইটভাটা মালিকের ছেলে, তার প্রণয়প্রার্থী তারিক, যে তাকে বশীকরণ করার জন্য মালু খাঁ মৌলবির দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়েছিল। রওশননেশা তার প্রতি অনুকূল হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন তাকে এই প্রনয়ে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। কারণ এমনিতেই সে বিধবা, অপরদিকে ধনী ইটভাটা মালিকের পুত্র তাড়িকের পিতা যদি বিয়েতে বাধ সাধে, যদি অন্যত্র তারিকের বিয়ে দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে বিরহানলে পুড়তে হবে অহরহ – এই অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। অপরদিকে, রওশননেশার বাবা গরিবউল্লাও চায় নি মেয়ের আবার বিয়ে হোক, কেননা সে মেয়ের পূনর্বিবাহের খরচ দিতে নারাজ। এর পাশাপাশি লেখক নির্মাণ করেছেন মালু খাঁ মৌলবির মতো

সচতুর, কামার্ত ধরিবাজ প্রকৃতির পুরুষ চরিত্র, যার ছলচাতুরির কাছে পরাজিত হয়েছে ভাড় নাচের অধিকারী নিজামুদ্দি থেকে শুরু করে, তার প্রথম বিবি আবিদা, তৃতীয় বিবি বদরননেশা, এমনকি কিসসার বুদ্ধিমতী নায়িকা রওশননেশাও। মালু খাঁ মৌলবি একদিকে মুসলমান ধর্মের নানা কিসসা কাহিনী শুনিয়ে সকলকে আল্লার ভয়, দোখজের ভয় দেখায়, অপরদিকে মুসলিম ধর্মের অজুহাত দেখিয়ে পূরণ করতে চায় নিজের লালসাকে – "তার ক্ষেত্রে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করাটা ধর্মে নির্ধারিত পূর্ণতা অর্জনের কাজ হবে। তাকে আল্লাহ্ তৌফিক দিয়েছে, চারটে পর্যন্ত বিয়ে করবে না কেন, চারটে বিবির মজা পাবে না কেন ?... তিন নম্বর বিবি আসার সাত বছর কেটে গেছে ? আর সে কিনা চার নম্বর বিবি মজুত করতে পারল না ? বড় আফশোস কি বাত! এক নম্বর দুনম্বর বিবি তো যথেষ্টই পুরোনো, তিন নম্বর বিবিও পুরনো হয়ে গেল। নতুন বিবির কামনায় কলিজার ভিতর কবুতর যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে, রুই মাছ যেন ঘাই মেরে বেচাইন করে দিচ্ছে।"[১১] যে সমাজ এক স্ত্রীর বর্তমানে অপর স্ত্রী গ্রহনে সম্মতি দেয়, এইভাবে চার স্ত্রীর একত্র সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয় – সেখানে নারীর মর্যাদা যে লাঞ্ছিত হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই সমাজে নামাজ কলাম কিতাব পড়া বুদ্ধিমতী রওশননেশা ও পরিনত হয় পুরুষের ভোগের বস্তুতে। রওশননেশার মাথা থেকে দ্বিতীয় বিয়ের ভূত ঝাড়ানোর তদ্বির চেয়ে তার বাবা গরিবউল্লা মৌলবির কাছে গেলে মৌলবি যখন জানায় – "রোগীর শরীরের গঠন ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে তবেই ওষুধ দেবে। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ। না দেখে ওষুধ দিলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে বলে নিজে চোখে দেখতে চাইল রওশননেশা কে।"[১২] নারীলোলুপ মালু খাঁর এই আবেদন মঞ্জুর হওয়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় ভোগবাদী পুরুষ সমাজে নারীর অবস্থান। তবে ধর্ম আলোচনার আছিলায়, রওশননেশাকে চতুর্থ বিবি বানাবার কামনা নিয়ে মালু খাঁ তাদের বাড়িতে হাজির হলে, মালু খাঁর গোপন অভিসন্ধির কথা বুঝতে পারে রওশননেশা, তার অন্তকরনে চলে ভাবনার লীলা– "রওশননেশা চিনে ফেলেছে, বুঝে ফেলেছে মৌলবী তাকে অধিকার করতেই এসেছে। যাকে অধিকার করা সম্ভব, তাকেই না অধিকার করতে আসে। যে অধিকৃত হচ্ছে তা বলে সে তার অধিকার সহজ করে দিতে পারে না। একটা লড়াই হওয়া দরকার।"[১৩] রওশননেশার এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই উঠে আসে নারীর স্বাভিমান।

একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত ধর্মতন্ত্রের যান্ত্রিক অনুশাসনে পরিচালিত নিরন্ধ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছবি পাওয়া যায় আফসারের 'মেটিয়াবুরুজে কিসসা' তে। এখানে আমরা দেখি উপনাসের নায়ক শফিউল্লা ধর্মের দোহাই দিয়ে চল্লিশ বছরের বিধবা জাহান কে বিয়ে করে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়, করণ শাহানাজ কন্যার অসামান্য রূপ। শাহানাজ কে বিবাহ করবার অনতিবিলম্বে নববিবাহিত পত্নীর কন্যা শাবানাকে দেখে তার রূপে এতটাই মোহগ্রস্থ হয়ে যায় যে শ্বশুর বাড়িতে আসার প্রথম রাত্রিতেই শাহানাজ কে স্পর্শ না করে তালাক দিয়ে দেয় এবং শাবানাকে বিয়ে করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। কিসসার শেষে তাকে হাসিলও করে। যে সমাজে ইসলামের শরিয়ত প্রথার দোহাই দিয়ে একজন পুরুষকে চারখানা বিয়ে করার অনুমতি দেয়, নারীর মন নিয়ে খেলা করার সম্মতি দেয়, যে সমাজে নারীর মন মতামতের কোনো মূল্য নেই, সেই সমাজকে কশাঘাত করেছেন লেখক। শওকতউল্লা ও শফিউল্লার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পারিবারিক পরিসর যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; তাতেও পিতৃতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের অচলায়তন সুপ্রতিষ্ঠিত। শফিউল্লার আকস্মিক বিবাহের পরে যা যা ঘটে সেখানেও কোনো প্রতিপ্রশ্নের অবকাশ দেখা যায় না, একমাত্র শফিউল্লার ভ্রাতুস্পুত্র আশিকের শিক্ষিতা স্ত্রী পারভিন ছাড়া। তবে তার দুঃসাহসী প্রশ্নের মুখে পড়ে বেসামাল হয়ে পড়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বর্বর প্রতিনিধিরা, তার দিকে ছুঁড়ে দেয় কুৎসিত গালিগালাজ– "হারামি মাগী, একদম মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব, বেরো বলছি। না হলে যে মুখ দিয়ে সওয়াল করছিস, সে মুখে তোর রক্ত তুলে ছাড়ব। বেরো মাগী।"[১৪] আর কোনো প্রতিপ্রশ্ন আমরা দেখতে পায় না। এ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন– "খামখেয়ালি পুরুষের কামুকতা কিংবা আত্মসুখের জ্যামিতিক হিসেবে তালাকপ্রাপ্ত মেয়েরা যখন জীবজন্তুর মতো হস্তান্তরিত হয়। সে সম্পর্কে বয়ান কোথাও কোনো প্রতিস্বর দেখতে পায় না।"[১৫] কিসসার শেষে এসে আমরা দেখি ধর্মতন্ত্রের অনুশাসনে পরিচালিত পুরুষসমাজের কাছে, তার বাহুবল, অর্থবলের কাছে হেরে যায় মা ও মেয়ে। নায়কের বিত্তশালী দাদা শওকতউল্লা জয় করে শাবানাকে। বলাই বাহুল্য যে, জয় নয় ছিনিয়ে নেয়।

আফসার আমেদের কিসসা সিরিজের মধ্যে অন্যতম হল ২০১০ সালে বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিসসা' । এই কিসসায় লেখক নারীকে নির্মাণ করেছেন ভিখারিনি রূপে এবং এই ভিখারিনি রিজির অবস্থানের নিরিখে দেখানোর চেষ্টা করেছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব রূপ । এর পাশাপাশি উঠে এসেছে রিজির স্বজাত্যাভিমান, বুদ্ধিমত্তা – যার কাছে বেওকুফ বনে যায় পুরুষতান্ত্রিক সসমাজ । জাহান, রেহানা, রওশননেশা, শাহানাজ, শাবানারা যে স্বাধীনতার অধিকার পায় নি, সেই স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করে রিজি । প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ফকির বংশের সুন্দরী কন্যা রিজি ফকিরবংশের পরম্পরাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, তার গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বেছে নেয় ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে । প্রতিদিন সকালে ভোরের আলো ফোটার আগে হতদরিদ্র এই রিজি উলিডুলি পোষাক পরে বেড়িয়ে যায় ভিক্ষায়, ঘরে ফেরে সন্ধ্যার পর। রিজি তার আপন মন মর্জির মালিক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কোনো শাসন – ত্রাসন সে মানে নি। তাইতো অনায়াসে অচৈতন্য সাহিলকে চুম্বন করতে পারে, আবার তার পিছনে ঘুরতে থাকা সাহিলকে মায়াবিনী কুহুকিনীর মতো নিজের অঙ্গুলিহেলনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতেও পারে। কিসসার নায়ক সাহিল তার প্রেমে আকুল হয়ে ঘুরে বেরালেও, তার প্রেমে ধরা দেয় না রিজি বরং বলে ওঠে – "আমি তো মাদারি বংশের কন্যা। আমি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়তে পাড়ব না। আমার বংশের আর কেউ নেই যে ভিক্ষা করবে, জান থাকতে এত বছরের ইতিহাসটাকে আমি কিছুদূর রক্ষা করব। মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত।"[১৬] রিজির গলায় স্বজাত্যাভিমানের এই সুর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বইয়ে দেয় এক নতুন হাওয়া।

কিসসার শেষে এসে দেখতে পায় পুরুস্তান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি পুরুষ সাহিল কিভাবে ভিখারিনি নারী রিজির কাছে বেওকুফ বনে যায়, সত্যি হয়ে যায় রিজির ভবিষ্যৎবাণী। ভিখারিনি কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ জানতে চাইলে সুন্দরী রমনী বেশধারী রিজি বলেছিল – "তার একটা হিরে আছে, সেই হিরের লোভটা কোনোদিন প্রধান হয়ে উঠলে যদি সে ভিখারিনি অপ্রধান হয়ে যায়, সেই ভয়েই আপনাকে সে প্রত্যাখান করে।"[১৭] এর প্রত্যুত্তরে বিত্তবান সাহিল দাম্ভিকতার সুরে বলে ওঠে – "প্রেম ছাড়া তার কাছ থেকে কোনোদিন কিছু চাইব না, এমনকি তাকে তো আমি বিয়ে করব না। দেহাতীত হবে প্রেম। তার কাছ থেকে কিছুই চাইছি না যখন, হিরেও চাইছি না, আর ফকিরপাড়া ছাড়ছি না। দ্বিতীয় বিয়ে করছি না।"[১৮] কিন্তু সাহিলের এই দাম্ভিকতা ভেঙে পড়ে বালির বাঁধের মতো। শবনম অ্যাপার্টমেন্টের উদ্বোধনের দিনে চরম ব্যস্ততায় সাহিল নিজের অজান্তেই ভিক্ষা চেয়ে বসে ভিখারিনি রিজির কাছে। আর রিজিও তার একমাত্র সম্বল হিরেটিকে সাহিলের হাতে তুলে দিয়ে ভেঙে দেয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বাভিমানকে। ধূলিসাৎ হয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ সাহিলের দাম্ভিকতা। প্রমানিত হয়– "পুরুষমানুষের সঙ্গে কোনো নারী যদি খেলে, সে খেলায় নারীরই জয় হয়।"[১৯]

তিনমাসের ডিভোর্সী স্ত্রী মজমুনকে পুনর্লাভের অভিযানে বেড়িয়ে কিসসার নায়ক ফিজিক্স টিচার নিজামকে হতে হয়েছে ঘোড়সওয়ার। ঘোড়সওয়ার নিজামের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হয়েছে আফসারের 'এক ঘোড়সওয়ার কিসসা'তে। এর পাশাপাশি উঠে এসেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীত্বের এক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। যে সমাজে নারী শুধুমাত্র পুরুষের সুখ ও ভোগবিলাসের উপকরণ, যে সমাজে নারীর মন ও মতামতের কোনো মূল্য নেই সেই সমাজের বিরুদ্ধে কশাঘাত হেনেছে মজমুন। কিসসা সিরিজের বীরাঙ্গনা মজমুন স্বামীর থেকে ডিভোর্স পাওয়ার পর ফিরে আসে তার নিজ গ্রাম নয়নপোতায়, পিতার মৃত্যুর পর বিশাল সম্পত্তির অধিকারিনী হয়ে স্থাপন করে নিজ সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী মজমুন নিজে, যেখান চলে একমাত্র তার অনুশাসন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত মজমুনের এই সাম্রাজ্যে নারীতন্ত্রই হল মূল কথা। মজমুনের এই সাম্রাজ্যে আগত তার প্রাক্তন স্বামী নিজাম প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেও, ফিরে পায় না অতীতের অধিকার। মজমুন তাকে সাফ জানিয়ে দেয়– "বর্তমানে তুমি আমার স্বামী নও, তাই তোমার সাথে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।"[২০] যে সমাজের পুরুষবর নিজাম সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর তলপেটে লাথি মেরে বিনষ্ট করে দেয় দেড় মাসের গর্ভজাত শিশুকে, এক নারীর কাছ থেকে কেড়ে নেয় মাতৃত্বের স্বাদ, সন্তানধারণ ক্ষমতা; পুরুষতান্ত্রিক সমাজে হওয়া এই রূপ নারীনির্যাতনের প্রতিশোধ নেয় মজমুন নিজামকে আহত করে। প্রতিমুহূর্তে বিলাসিতার অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ করে নিজামকে। তাকে সবরকম সুবিধা দেয়, কর্মচারী এলাহিকে

দিয়ে হাটে নিয়ে যায়, মদ্যপানের সুযোগ দেয়, এমনকি বিলাসী পুরুষসমাজের সুখবিলাসের অন্যতম স্থান বেশ্যালয়েও নিয়ে যায়, এলাহি সুচতুরতায় ঘরের মধ্যে বেশ্যাও সরবরাহ করে নিজামের সুখবিলাসের জন্য। কিন্তু নিজাম সুখী হতে পারে না, সে ফিরে পেতে চাই পূর্বতন স্ত্রী মজমুনকে। নিজামকে বাড়িতে থাকতে দিলেও কাছে ঘেষতে দেয় নি তাকে বরং নিজামকে বাড়িতে থাকতে দিয়ে একপ্রকার আনন্দ উপভোগ করেছে সে – অনুগ্রহ করার আনন্দ। বিভিন্ন রকম আশ্চর্য মনোবাঞ্ছা, উদ্ভট সব কল্পনা নিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে মজমুন। দেখিয়ে দিয়েছে – একজন নারী পুরুষসঙ্গী না করেও নিজের জীবন চালাতে পারে। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে, পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হানে মজমুন।

আফসারের কিসসা সমগ্রের প্রতিটি কিসসার কেন্দ্রে আছে এক একটি মেয়ে। ধর্মশাসিত, কোরানশাসিত, পুরুষশাসিত সমাজের অচলায়তনে আবদ্ধ জাহান, শাবানা, শাহানাজের কথা যেমন লেখক বলেছেন, তেমনি অপরদিকে, রওশননেশার বুদ্ধিমত্তা, বোরখার অন্তরালে রেহানার চরম স্বাধীনতার কথা, স্বাধীন মৈথুন কল্পনার কথাও বলেছেন। কামার্ত - লোভার্ত নানা ধরণের পুরুষদের রেহানার পশ্চাৎ অনুধাবনের মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেওকুফিকেও ব্যক্ত করেছেন লেখক। প্রকাশিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে রেহানার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। ভিখারিনি রিজি ও মজমুনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন অভিনব নারীকে। ভিখারিনি রিজি অনায়াসে দলে গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিত্তবান পুরুষ সাহিলকে, ধূলিসাৎ করেছে তার দাম্ভিকতাকে। আর মজমুন পুরুষতন্ত্রকে হঠিয়ে গড়ে তুলেছে এক অভিনব নারীতন্ত্র ও নারী অনুশাসন। সুতরাং সবশেষে আমরা একথা বলতেই পারি যে আফসার তাঁর কিসসা সিরিজে শুধুমাত্র অবহেলিত, অপমানিত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসনে আবদ্ধ, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত নারীদের কথায় বলেননি – তিনি বলেছেন তাদের প্রতিবাদ সংগ্রামের কথা, তাদের অধিকার সচেতনতার কথা, তাদের অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের কথা, তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা। জাহান, রেহানার পাখি ও ফুলের পর অন্য কেউ যে স্ফুলিঙ্গ নিয়ে হাজির হবে – নবারুন ভট্টাচার্যের এই ভাবনার সার্থক রূপায়ণ আমরা দেখতে পায় রিজি ও মজমুনের মধ্যে দিয়ে। তারা সত্যিই স্ফুলিঙ্গ নিয়ে হাজির হয়েছে। রেহানার অন্তরের ত্রস্ত রক্তাক্ত পরমাণুর মারাত্মক বিস্ফোরণ পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করে গড়ে তুলেছে মজমুনের নারীতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', (পঞ্চম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা ৭, পৃষ্ঠা-৪১
২. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র' (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১৮
৬. ভট্টাচার্য, নবারুন, 'আফসার আমেদের দুটি আখ্যান এবং তারপর' 'গাধা'(আফসার আমেদ সংখ্যা), ৫ ই বৈশাখ, ১৪২৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩১
৭. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র' (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৯
৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৪৫
৯. খাতুন, আফরোজা, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তপুর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৭
১০. ভট্টাচার্য, নবারুন, 'আফসার আমেদের দুটি আখ্যান এবং তারপর' 'গাধা'(আফসার আমেদ সংখ্যা), ৫ ই বৈশাখ, ১৪২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৩
১১. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র' (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১
১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯২
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৪

১৪. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র' (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭৫
১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'মেটিয়াবুরুজে কিসসা : নিঃসময় ও আখ্যানের সত্যি মিথ্যা', 'গাধা' (আফসার আমেদ সংখ্যা), ৫ই বৈশাখ, ১৪২৪,পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০৯
১৬. আমেদ, আফসার, 'কিসসা সমগ্র' (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬১
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৬
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৬
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৪৬
২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৩৪

গ্রন্থপঞ্জী :

১. আমেদ, আফসার । 'কিসসা সমগ্র' (প্রথম খন্ড) । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
২. আমেদ, আফসার । 'কিসসা সমগ্র' (দ্বিতীয় খন্ড) । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'কালের প্রতিমা'। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
৪. রায়, দেবেশ। 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে'। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
৫. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ। 'যুগবদলে বাংলা উপন্যাসে পালাবদল'। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০
৬. খাতুন, আফরোজা। 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তপুর' । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
৭. আমেদ, আফসার । 'মুসলিম সমাজ : নানাদিক' । কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
৮. সরকার, মলয় । সম্পাদক। 'গাধা'(আফসার আমেদ সংখ্যা) ।কলকাতা : এস. পি. কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ ই বৈশাখ, ১৪২৪